মেহেরপুরে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। পরে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সেখানে কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি সরকারি কলেজ, বিএনসিসি সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এবং পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

পরে তারা শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দেন। এরপর জেলা প্রশাসক মেহেরপুরবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ শরীরচর্চা প্রদর্শনী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস।

প্রত্যুষে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে পুলিশ সুপার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর একে একে জেলার মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সকাল ৯টায় স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দিনের বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভা, উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রবিবার সকাল ১০ টায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন

কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাইফুর রহমানের সভাপত্বি অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মাহফুজ আলফাজ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা পিএএ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোসনে আরা।

বক্তব্য রাখেন, পিপি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এ এস মশিউর রহমান,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামালুজ্জামান, ডাঃ মিথিলা ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ূব হোসেন রানা, জামায়াতের জেলা আমীর আলী আজম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর এ এইচ এম মোমতাজুল করিম, গণঅধিকার পরিষদের জেলা সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন এবং ছাত্র প্রতিনিধি সাইদুর রহমান।

প্রধান অতিথি বলেন, ১৯৭১ সালে জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান শহিদ বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের জীবন দিয়ে আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন,তাদের অবদান কখনও ভুলবার নয়।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মোঃ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোঃ নাসীর উদ্দিনকে কলেজ থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আজও ওই তিনজন শিক্ষক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের স্মরণে আজ শনিবার দর্শনা সরকারি কলেজের

আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান এবং গীতা পাঠ করেন অন্তর। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে পরাজিত শত্রুরা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের সূর্যসন্তানদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষককেও কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, বিএনপি সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকন, দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু এবং বিএনপির অন্যতম নেতা খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামজা ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুকুল হোসেন।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে দামুড়হুদায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলেও মত প্রকাশ করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পরে অনুষ্ঠান শুরু করা হলেও হাতে গোনা মাত্র ৬/৭ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মশিউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলীমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাদ দিলে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান হয়তো শুরু করাই সম্ভব হতো না। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে জাতিকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আদর্শ ও দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

আলোচনা সভায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয় এবং তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সবাই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মামুনুর রশিদ।

মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

আলোচনা সভার আগে সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপী ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক

মানবাধিকার দিবস পালিত

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টায় জেলা শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্ত্বর হতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় ওয়েল ফেয়ার এফোর্স, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা, শোভা, ডাস সংস্থা সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশ নেন।

মানবাধিকার কর্মী বাবলু কুণ্ডুর সঞ্চালনায় মানববন্ধন কর্মসুচীতে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন জে এফ কর্মী আসমা সুলতানা, ইমাম আব্দুল্লা আল হাবিব, উপজেলা জে এফ সভাপতি জার্নালিস্ট ময়না খাতুন, সালেহা খাতুন, ওয়েল ফেয়ার এফোর্টস প্রতিনিধি সাবদার হোসেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধি শিপন ঘোষ, গোল্ডেন ওয়েল ফেয়ারের নির্বাহী পিরচালক চন্দন বসু মুক্ত, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম, উপ-পরিচালক রেজা- উন, কামরুজামান পিন্টু, জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবীর,ডাস এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক খুলনা মেডিকেল কলেজের পরিচলক ডা: মুন্সী রেজা সেকেন্দার, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারন সম্পাদক হাফিজুর রহমান ও উপজেলা শাখার সভাপতি আহম্মেদ হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে মউকের হলরুমে

অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) আয়োজনে এবং এএলআরডি’র সহযোগিতায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ও ছড়াকার আহাদ আলী মোল্লা, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও দৈনিক কালের কন্ঠের জেলা প্রতিনিধি মোঃ ইয়াদুল মোমিন এবং দৈনিক আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেন।

অতিথিরা তাদেরব ক্তব্যে বলেন, সবার জন্য অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সচেতন হলে মানবাধিকার লঙ্ঘন কমে যাবে। পুলিশ সব সময় আইনের প্রতি সম্মান রেখে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভার আগে একটি র্যালি আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালিত

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের আয়োজনে এ দিবস পালিত হয়।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীতের পরিবেশনের মধ্যদিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় জাতীয় পতাকা ও দুদকের পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে

দিবসের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। পরে দিবস উপলক্ষে র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দুদকের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়।

মানববন্ধনে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, দুদকের উপ-পরিচালক তরুন কান্তি ঘোষ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুর্নীতিকে “না” বলার আহ্বান জানান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দর্শনায় পৃথক দুই স্থানে দর্শনা মুক্ত দিবস পালিত

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা পৌর কমান্ডের উদ্যোগে দর্শনা পুরাতন বাজার মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

পরে মুক্তিযোদ্ধারা একটি র্যালি নিয়ে দর্শনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল ইসলাম এবং দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান খাজা আবুল হাসনাত। মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন করেন দর্শনা পৌর কমান্ডের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ও দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী, বদরুল আলম ফিট্টু, জাকির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম, আব্দুল বারিক, আনিছ উদ্দিন ও মনিরুজ্জামান।

এছাড়া বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা মুক্তমঞ্চে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট দর্শনা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দর্শনা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ কে এম রবিউল আলম। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ জাসদের জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী সদস্য।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান প্রমুখ।